যুগান্তর

তারিখ 18 DEC 2015
পৃষ্ঠা ০৩ কলাম ০৭

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল

আরও ১১৯ জন নিয়োগে নির্দেশ কেন নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্যানেলের আরও ১১৯ জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।

সরকারের সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। রিটকারীদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্যাহ মিয়া ও নিপা রানী রায় এবং রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম। জানা যায়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের জন্য মোট উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার ৬১১ জন। এরপর নিয়োগ প্যানেল থেকে প্রথম দফায় প্রায় ৮ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। এ তালিকায় উত্তীর্ণদের পাঁচ বছরের মধ্যে নিয়োগ দেয়ার কথা। এরপর সরকার সব রেজিস্টার্ড স্কুলকে সরকারিকরণের ঘোষণা দেয়। ফলে নিয়োগ দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে নিয়োগের জন্য নির্দেশনা চেয়ে প্যানেলভুক্ত **নির্দেশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬**

নির্দেশ : নিয়োগে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার মেরিনা আখিনূর, নলছিটি উপজেলার মাহমুদা, আগৈলঝাড়া উপজেলার মাহফুজা খানমসহ বিভিন্ন জেলার ১১৯ জন শিক্ষক হাইকোর্টে এই রিট করেন। এই রিটের শুনানি শেষে এ রুল জারি করা হয়। এর আগে ১৫ ডিসেম্বর একই বেঞ্চ পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ২৬৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। এছাড়া এর আগে একাধিক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে হাইকোর্ট থেকে প্যানেলভুক্ত প্রায় দেড় হাজার জনের নিয়োগ প্রশ্নে রুল জারি করা হয়।